মেহেরপুরে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক ২ যুবক

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের রায়পুর হঠাৎপাড়ায় চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে দুই যুবক। শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোর রাত আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতের আঁধারে চুরির উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় প্রবেশ করলে স্থানীয়দের নজরে পড়ে তারা। এসময় দ্রুত স্থানীয়রা তাদের আটক করে ফেলে।

আটককৃতরা হলো, পৌর শহরের কালাচাঁদপুর জামে মসজিদ পাড়ার খুকার ছেলে জসিম ও পোস্ট অফিস পাড়ার জনির ছেলে দাতা
পরে এলাকাবাসী তাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে সোপর্দ করে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মুজিবনগর সীমান্তে ৫১ হাজার মার্কিন ডলারসহ চোরাকারবারী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দরবাস সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৫১ হাজার মার্কিন ডলার ও একটি বাইসাইকেলসহ জাহাঙ্গীর শেখ (৪০) নামের এক চোরাকারবারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন-৬ বিজিবি’র একটি বিশেষ দল এ অভিযান পরিচালনা করে ডলার সহ চোরাকারবারীকে আটক করে। আটক জাহাঙ্গীর শেখ মুজিবনগরের আনন্দবাস গ্রামের বাসিন্দা।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান গোপন সংবাদে জানতে পারেন, ভারত থেকে অবৈধভাবে ডলার

পাচার হবে। পরে তার নির্দেশে সহকারী পরিচালক মোঃ হায়দার আলীর নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা সীমান্তের ২০০ গজ ভেতরে ফাঁসিতলা মাঠ নামক স্থানে অবস্থান নেন। এ সময় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে তাকে আটক করেন।

পরে তাকে তল্লাশি করে তার কাছে থাকা ৫টি প্যাকেটে মোট ৫১ হাজার মার্কিন ডলার, একটি বাইসাইকেল এবং একটি বাটন মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ডলারের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬২ লাখ ১ হাজার ৫৪০ টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।

বিজিবি আরও জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জাহাঙ্গীর শেখ দীর্ঘদিন ধরে চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। উদ্ধারকৃত ডলার মেহেরপুর ট্রেজারি অফিসে জমা ও আটককৃত আসামিকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

দর্শনা সীমান্তে স্বর্ণের বারসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবি স্বর্ণ চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ কোটি ৬০লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের ২১টি স্বর্ণের বারসহ জীবনগর উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের আনার আলীর ছেলে আবেদীন মিয়া (৪০) কে আটক করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসানের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এ সময় ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার সহকারী পরিচালক মোঃ হায়দার আলীর নেতৃত্বে, বিজিবি’র একটি সশস্ত্র চৌকস আভিযানিক দল সীমান্ত পিলার নম্বর ৭৫/৩-এস হতে আনুমানিক ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে একটি মোটরসাইকেলকে ধাওয়া করে। পরে বিজিবি মোটরসাইকেলটি ধাওয়া করে ১জন পালিয়ে গেলেও ১ জনকে আটক করে।

পরে তার মাজায় থাক প্যাকেট সদৃশ বস্তু পুকুরে ছুড়ে ফেলে দেয়। বিজিবি আভিযানিক দল তার দেহ তল্লাশীকালে অভিনব কায়দায় লুকায়িত অবস্থায় স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ০১টি প্যাকেট উদ্ধার করে।

বিজিবি প্যাকেট খুলে তল্লাশি করে ২কেজি ৪৪৯ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করে। যার আনুমানিক মূল্য ৩কোটি ৬০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এ ঘটনায় নায়েক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে। আটককৃত আসামীকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বারসমূহ চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান।

ঝিনাইদহে জনতার হাতে তিন ছাগল চোর আটক

ঝিনাইদহে চুরাই ছাগল বিক্রি করতে এসে জনতার হাতে ধরা পড়েছে তিন ছাগল চোর। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের শালিয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোর ৫টার দিকে ঝিনাইদহ বিদ্যুৎ অফিসের পেছনে অবস্থিত সাইফুল নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে দুটি বড় ছাগল চুরি করে রিকশাযোগে নিয়ে আসে দুই ব্যক্তি। তারা শালিয়া গ্রামের ঘরজামাই শেখ পান্নুর কাছে ছাগল দুটি বিক্রির উদ্দেশ্যে আনে। এসময় তাদের সন্দেহজনক চলাফেরা প্রথম নজরে পড়ে শালিয়া গ্রামের বাসিন্দা হাকিমের। তিনি তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তারা কারা, কোথা থেকে এসেছে এবং এতো সকালে কেন ঘোরাঘুরি করছে। একপর্যায়ে কথার ফাঁকে ফাঁকে স্থানীয়রা জড়ো হয়ে গেলে অবশেষে দুই চোর স্বীকার করে নেয়, তারা ছাগল দুটি চুরি করে বিক্রি করতে এসেছে।

তাদের স্বীকারোক্তিতে উঠে আসে, এই প্রথম নয়, এর আগেও তারা একাধিকবার চুরি করা ছাগল বিক্রি করেছে শেখ পান্নুর কাছে। পরে স্থানীয়রা শেখ পান্নুকেও ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনিও বিষয়টি স্বীকার করেন।

চুরি করা ছাগলসহ আটক হওয়া দুই ব্যক্তি হলেন, ঝিনাইদহ সদরের চুটলিয়া গ্রামের গোলাপ বিশ্বাসের ছেলে সবুজ এবং চরপাড়া বাড়িবাথান এলাকার সোহরাব জর্দ্দারের ছেলে ইয়াকুব জর্দ্দার।

এ ঘটনায় শালিয়া গ্রামে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জনতার সর্তকতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির কারণে চোরচক্রের সদস্যদের হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হয় এলাকাবাসী। পরে তাদেরকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্রসহ দুই চাঁদাবাজ আটক

চুয়াডাঙ্গায় সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে পৌর এলাকায় দেশীয় অস্ত্রসহ দুইজন চাঁদাবাজকে গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার সকাল ৬টার দিকে ক্যাপ্টেন মঞ্জুরুল রহমান মাসফির নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কলোনি পাড়ায় মঞ্জু হোসেনের বাড়িতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ৫টি রামদা, ১টি চাপাতি, ২টি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ও ১টি বাটন ফোনসহ আসামিদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কলোনি পাড়ার মৃত বাবর আলীর ছেলে মোঃ মঞ্জু হোসেন (৫২) এবং
একই এলাকার সেলিম হোসেনের ছেলে মোঃ রাতুল (২২)।

ক্যাপ্টেন মঞ্জুরুল রহমান মাসফি বলেন, দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং আইন-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। যেকোনো ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রমের তথ্য নিকটস্থ

সেনা ক্যাম্প অথবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

গাংনীর কাথুলি ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা সোহেল রানা আটক

গাংনী উপজেলার খাঁসমহল গ্রামের যুবলীগ নেতা সোহেল রানাকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গতকাল রবিবার বিকালে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করেন।

সোহেল রানা খাঁসমহল গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউপি সদস্য ইকরাম হোসেনের ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সোহেল রানাকে আটক করে থানায় নেয়া হয়েছে। তবে নে যুবলীগের কোন পদের নেতা জানা যায়নি। তার পুরো তথ্য সংগ্রহ চলছে।

তবে, একটি অসমর্থিত তথ্যে জানা গেছে, সোহেল রানা যুব লীগের কাথুলি ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

মেহেরপুরে ডিএনসির অভিযানে স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক

ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

আজ শুক্রবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে ওই তিনজনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন—সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের গোলাম শেখের ছেলে হাফিজুর রহমান (৫০), তার স্ত্রী চায়না খাতুন (৪৫) এবং একই এলাকার ওজুদুল ঘটকের ছেলে চাঁদ আলী (৩৮)।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, হাফিজুর রহমান ও তার স্ত্রী চায়না খাতুন নিজ বাড়িতে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল মজুত করে রেখেছেন। পাশাপাশি চাঁদ আলী কোমরে লুঙ্গির ভেতরে ফেনসিডিল লুকিয়ে বহন করছিলেন।’

পরে ডিএনসির একটি বিশেষ দল চায়না খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হাফিজুর ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে ১৩০ বোতল এবং চাঁদ আলীর কাছ থেকে আরও ১০ বোতল—মোট ১৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মামলার পর তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন ডিএনসির এই কর্মকর্তা।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার ও ধারাবাহিকভাবে চলবে।

দর্শনা সীমান্তে ভারতীয় রুপাসহ

দুই চোরাকারবারি আটক

চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে দুই চোরাকারবারিকে আটক করেছে ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন। এসময় তাদের কাছ থেকে প্রায় ১১ কেজি ভারতীয় দানাদার রুপা জব্দ করা হয়েছে।

শনিবার (২৬ জুলাই) বেলা দেড়টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার আজিমপুর এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

আটক দুই চোরাকারবারি হলেন দর্শনা পুরাতন বাজারের ইকরামুল হকের ছেলে রাজিবুল ইসলাম (৩৭) ও দর্শনা আনোয়ারপুর গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে সাগর আলী (২১)।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি জানতে পারে চোরাকারবারিরা ভারত থেকে বাংলাদেশে রুপা পাচারের চেষ্টা করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের দিকনির্দেশনায় ও সহকারী পরিচালক মো. হায়দার আলীর নেতৃত্বে একটি আভিযানিক দল সীমান্ত এলাকার মেইন পিলার ৭৭/২-এস থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আজিমপুরের একটি ফুড গোডাউনে অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানের সময় বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে রাজিবুল ও সাগর আলী নামের দুইজনকে আটক করা হয়। পরে তাদের স্বীকারোক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে গোডাউনের একটি কাগজের কার্টন তল্লাশি করে প্রায় ১১ কেজি ভারতীয় দানাদার রুপা উদ্ধার করা হয়। এসময় তাদের ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়। জব্দকৃত রুপার বাজারমূল্য প্রায় ২৬ লাখ ৫১ হাজার ৯৫৮ টাকা।

এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মো. এনায়েত হোসেন দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। আটককৃতদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে এবং জব্দকৃত রুপা চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ঝিনাইদহে পাওনা আদায়ের জন্য আটকে রাখা চাতাল শ্রমিকের মৃত্যু

ঝিনাইদহে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য নেছার আলী (৫৫) নামে আটকে রাখা এক চাতাল শ্রমিকের মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহত নেছার আলী যশোরের চৌগাছা উপজেলার কান্দি গ্রামের মৃত সোনা মন্ডলের ছেলে।

মঙ্গলবার (২২ জুলাই) সকালে ঝিনাইদহের ত্রিমোহনী বাজারে শরিফুলের চাতালে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। নিহতের স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চাতাল শ্রমিক নেছার আলী ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী দীর্ঘদিন শরিফুলের চাতালে কাজ করতো সেই সুবাদে নেছার আলী শরিফুলের নিকট থেকে ১ লাখ ৫০হাজার ধার নেই কিন্তু দীর্ঘদিন সেই টাকা পরিশোধ না করে এখান থেকে কাজ ছেড়ে চলে যায়। বেশ কিছুদিন খোজাখুজির পর গত ২১ জুলাই সোমাবার সকাল ১০টার দিকে কোটচাঁদপুরের তালেরসর বাজার থেকে নেছার এবং তার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে আসে শরিফুল। ধরে আনার পর তাদের কে টাকা পরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে এবং সেসময় মারাধর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পরে রাতে তাদের কে শরিফুলের ওই চাতালের বদ্ধ ঘরে আটকে রাখে। সকালে স্ত্রীকে অন্য জায়গায় রেখে নেছারের উপরে টাকা আদায়ের জন্য নির্যাতন করা হয় বলে তার স্ত্রী দাবি করেণ। কিছুক্ষন পরে নেছার অচেতন হয়ে পড়লে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানায় এই রোগী হাসাপাতালে আনার আগেই মারা গেছে। নেছারের স্ত্রী এবং স্বজনদের দাবি নেছার আলী অতিরিক্ত মারধরের ফলে মারা গেছে।

এদিকে মিল মালিক শরিফুলের পক্ষ থেকে জানান, নেছার টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমারা তাকে কোন মারধর করেনি। দীর্ঘদিন টাকা নিয়ে পরিশোধ করেনা এজন্য আমরা তাকে ধরে এনেছিলাম টাকা আদায়ের জন্য। তবে কোন নির্যাতন করেনি। ভোক্তভোগী নেছারের বোন এবং স্বজনরা, নেছার গরিব মানুষ বলে ঘটনাটি ধামাচাপা না দিয়ে শুষ্ঠু তদন্ত করে দোষিদের প্রকৃত বিচারের দাবি জানান।

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবাসহ আটক ৩

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে ১৫ পিস ইয়াবাসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

আটককৃতরা হলেন আমঝুপি গ্রামের মোসাদ্দেক হোসেনের ছেলে হামিম হোসেন (৪৫), মৃত কিনু শেখের ছেলে মামুন রেজা (৪০) এবং আশরাফুজ্জামানের ছেলে আল ইমতিয়াজ নাহিদ (৩২)।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মোট ১৫ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আটক হামিম হোসেনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

অন্যদিকে মামুন রেজা ও আল ইমতিয়াজ নাহিদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।